“নিশ্চয় আল্লাহ্ ভাল-মন্দ লিখে দিয়েছেন। এরপর সেগুলোর বর্ণনা দিয়েছেন

ইবনু আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর মহান ও বরকতময় রব আল্লাহ্র পক্ষ থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন: “নিশ্চয় আল্লাহ্ ভাল-মন্দ লিখে দিয়েছেন। এরপর সেগুলোর বর্ণনা দিয়েছেন। সুতরাং যে ব্যক্তি কোন সৎ কাজের ইচ্ছা করল, কিন্তু তা বাস্তবায়ন করল না, আল্লাহ্ তাঁর নিকট পরিপূর্ণ সাওয়াব লিখবেন। আর যদি সে ভাল কাজের ইচ্ছা করল এবং তা বাস্তবায়নও করল তবে আল্লাহ্ তাঁর নিকট তার জন্য দশ গুণ থেকে সাতশ’ গুণ পর্যন্ত এমন কি এর চেয়েও
অধিক সাওযাব লিখে রাখবেন। আর যে কোন মন্দ কাজের ইচ্ছা করল, কিন্তু তা বাস্তবে পরিণত করল না, আল্লাহ্ তাঁর কাছে তার জন্য পূর্ণ সাওয়াব লিখবেন। আর যদি সে মন্দ কাজের ইচ্ছা করার পর বাস্তবেও তা করে, তবে তার জন্য আল্লাহ্ মাত্র একটা গুনাহ লিখেন”।
[সহীহ] [ইমাম বুখারী ও মুসলিম তাদের সহীহ গ্রন্থদ্বয়ে এটি এই শব্দে বর্ণনা করেছেন।]

এ হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বর্ণনা করেছেন যে, মহান আল্লাহ ভালো-মন্দ নির্ধারণ করে দিয়েছেন। অতপর দু’জন ফেরেশতাকে কিভাবে তা লিখতে হবে, তা বর্ণনা করে দিয়েছেন। সুতরাং কেউ কোন সৎ কাজের দৃঢ় ইচ্ছা করলেই আল্লাহ তার জন্য পূর্ণ সাওয়াব লিখে দেন; যদিও সে তা বাস্তবায়ন না করতে পারে। আর যদি সে উক্ত ভালো আমল করে, তাহলে আল্লাহ তাকে দশ গুণ থেকে সাতশ’ গুণ পর্যন্ত, এমন কি এর চেয়েও বহুগুণ সাওয়াব লিখে দেন। সাওয়াবের আধিক্যের পরিমাণ ব্যক্তির অন্তরের নিয়ত, ইখলাস ও উপকারের ব্যাপকতা ইত্যাদি হিসেবে হয়ে থাকে। আর যে কোন মন্দ কাজের ইচ্ছা করল, অতপর সে তা আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে বাস্তবে পরিণত করল না, আল্লাহ তাকে পূর্ণ একটি সাওয়াব লিখে দেন। আর যদি সে ব্যস্ততা বা কাজটি সম্পন্ন করার উপকরণের অভাবে তা করতে না পারে, তবে তার জন্য কিছুই লেখা হয় না। আর যদি সে অক্ষমতার কারণে উক্ত মন্দ কাজটি না করে, তবে তার নিয়াত অনুসারে এর প্রতিদান লেখা হয়। আর যদি সে উক্ত মন্দ কাজটি বাস্তবায়ন করেই ফেলে, তবে তার জন্য মাত্র একটি গুনাহ লেখা হয়।

http://www.sunnah.global/hadeeth/bn/show/66533